Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 106 - 118
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 106 - 118
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

লিমেরিক ও বাংলা ছড়া-কবিতা

মহম্মদ ওমর
সহকারী অধ্যাপক
দেশপ্রাণ মহাবিদ্যালয়
Email ID : mdomar8@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Limerick, Lear, Light Verse, Children, Rhyme, Metre, Form, Variation, Fun, Matching etc.

Abstract
The huge flow of poetry that once flooded the soil of rural Bengal, made the sky and air resound and made childhood and youth laugh, today it has turned into a dead river. This one of the oldest ingredients of our folk culture has not been spared from the omnivore of urbanization and globalization. But there is hope that several eminent poets and renowned rhymers who have become active to keep the childhood of our new generation green and safe. They are constantly providing new rhymes suitable for the new age. In this case, they are trying to follow our folk-tradition properly, as well as they are liberal to take loans from abroad. Limerick is one such form of poetry that is imported from Ireland. In spite of its Europe origin, our distinguished poets have made it their own and are using it to colour the minds of Bengalis regardless of whether they are men or women, children or elderly.

Discussion

আমরা জানি যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ শাখা, তা সে Literary Epic হোক বা Five Act Play, কিংবা Tragedy, Comedy, Farce, Sonnet, Elegy, Haiku, Novel, Short Story ইত্যাদির ভাব ও রূপ আমরা কোনো না কোনোভাবে ধার করেছি ইংরেজি ও অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে। এগুলোর কোনো আভাস যে আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে একেবারেই ছিল না তা নয়, তবে তা ছিল একেবারেই প্রচ্ছন্ন রূপে, অনেকটা বীজের সত্তায়। আমাদের আজকের আলোচনাও এই রকমই একটা ধার করা সাহিত্যরূপ ‘লিমেরিক’কে অবলম্বন করে আবর্তিত হবে। ‘লিমেরিক’-এর উৎস কিংবা প্রবর্তক সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু জানা না গেলেও এর আবির্ভাব যে আয়ারল্যান্ড নামের ইউরোপিয়ান দেশে, সেবিষয়ে পণ্ডিতরা একমত।

লিমেরিকের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে আমাদের প্রথমেই মনে আসে একালের স্বনামধন্য এক কবির বহুপঠিত এই রচনাটি -

“দুচোখ জুড়ে হাজার ছবি ভাসছে দেদার, ভাসুক না
ভাসতে ভাসতে আসছে খাতায়, আসছে যখন আসুক না।
ভাঙছে ছবি গড়ছে ছবি/ পাঁচ লাইনেই ধরছি সবই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 106 - 118
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিজের মনে খেলছি ছড়া হাসলে লোকে হাসুক না।”[১]

(প্রবেশক/ পঞ্চিকা ছড়া)

সীমার মধ্যে সীমাতীতকে ধরার চেষ্টা, গণ্ডীর মধ্যে বৃহৎকে আনার চেষ্টা লক্ষিত হয় এই পদ্যরূপে। জাগলার যেমন ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে তার অসাধারণ দক্ষতায় বিস্ময়কর সব জাগলিং দেখায়, ফুটবলার যেমন ড্রিবলিং দেখায় প্রতিপক্ষের পায়ের ভিড়ে, ছড়াকারও তেমনি লিমেরিকের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাঁর বহুবিচিত্র কেরামতি দেখান।

একটি মাত্র স্তবক ও পাঁচটি পংক্তির নির্ধারিত ছকে, প্রধানত লঘু সুরে রচিত একধরনের ক্ষুদ্রকায় কবিতা হলো লিমেরিক। কেউ কেউ একে 'লিয়েরিক' নামেও অভিহিত করে থাকেন অন্যতম সফল ও বিখ্যাত লিমেরিক-রচয়িতা এডওয়ার্ড লিয়র-এর নাম অনুসরণে। বাংলায় একে 'লিমেরিকে'র পাশাপাশি 'পঞ্চিকা', 'পাঁচ পংক্তির কবিতা' ইত্যাদি নামেও চিহ্নিত করা হয়। 'লিমেরিক' কথাটির উৎপত্তি কোথা থেকে, সে সম্পর্কে পণ্ডিতগণ এখনো একমত নন। কেউ কেউ বলেন ফরাসিদের সঙ্গে যুদ্ধ শেষে একদল আইরিশ সৈন্য যখন তাঁদের লিমেরিক নামের শহরে ফিরেছিলেন (আনুমানিক ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে), তাঁরা সঙ্গে করে এনেছিলেন এই বিশেষ জাতের পদ্য। আর একদল বলেন লিমেরিক প্রথম দেখতে পাওয়া যায় শিশুতোষ ছড়া-কবিতার সংকলন 'Mother Goose's Melody' নামক বইতে (১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে)। আর এক মত অনুযায়ী, আয়ারল্যান্ডের লিমেরিকে অনুষ্ঠিত সামাজিক সমাবেশে একধরনের খেয়ালরসের কবিতা তথা আজগুবি-অর্থহীন ছড়া গাওয়ার রেওয়াজ ছিল, যেখানে ধুয়া হিসাবে বারবার উচ্চারিত হত এই পংক্তি - 'Will you come up to Limerick?' - এখান থেকেই লিমেরিকের উৎপত্তি। আবার এমন জনশ্রুতিও আছে যে, অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে একদল আইরিশ কবি সরাইখানায় মদ খাওয়ার সময় এই ধরনের কবিতা রচনা করতেন বিনোদনের অংশ হিসাবে ('ড্রিঙ্কিং সং')।

শুরুর দিকে লিমেরিক মূলত ছিল 'ওরাল পোয়েট্রি' বা মৌখিক কবিতা (অনেকটা বাংলাদেশের লোকছড়া, কবিগানের মতো) – নির্মিত ও অনুষ্ঠিত হতো ক্লাব, মেস, কমনরুম, বন্ধুদের আড্ডা, খেলার মাঠ ইত্যাদি জায়গায়, তাৎক্ষণিকভাবে। এবং সবক্ষেত্রেই স্রষ্টা-শ্রোতার লক্ষ্য থাকতো, শেষ লাইনটা যেন বেশ মজাদার হয় অথবা একটা চমকপ্রদ উপসংহারে শেষ হয় কবিতাটি। স্বভাবে লিমেরিক স্বয়ংসম্পূর্ণ, রসাত্মক এবং কৌতুককর। সাধারণভাবে কোনো ব্যক্তি বা স্থানের নাম ও বিশিষ্টতা নিয়ে লিমেরিক রচিত হত। এক অমার্জিত বা স্থূল ঐতিহ্য/ রুচির পরিচয় বহন করতো উৎসভূমির লিমেরিকগুলো। ব্রিটিশ ভারতের নতুন রাজধানী কলকাতাতেও একসময় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল চটুল কবিগানের লড়াই। কবিগানের সঙ্গে লিমেরিকের উদ্দেশ্যগত সাদৃশ্য আছে।

অন্য অনেক পদ্য-রূপের মতো লিমেরিকও অচিরেই মন জয় করে বাঙালি সাহিত্যিকদের। অশ্লীলতাকে বাদ দিয়ে তাঁরা নিজেদের মতো করে ব্যবহার করতে শুরু করেন নতুন এই কবিতা-রূপকে। বাংলা সাহিত্যে প্রথম লিমেরিকের রস আমদানি করেন সুকুমার রায়। তবে তিনি সরাসরি পাঁচ পংক্তির ধাঁচা কিংবা ১-২-৫/ ৩-৪ অন্ত্যমিলসজ্জাকে অনুসরণ করেননি। তিনি লিমেরিকের উদ্ভট রস তথা খেয়াল রসকে বাংলা কবিতায় পুনর্নির্মাণ করেছেন স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে। ইংরেজি সাহিত্যে যেমন এডওয়ার্ড লিয়ার ডং, জাম্বলি, পব্‌ল, ক্লাঙ্গল-ওয়াঙ্গল, ব্লু বস্‌-ওয়স্‌ ইত্যাদি আজগুবি প্রাণী সৃষ্টি করেছেন কিংবা লুইস ক্যারল করেছেন 'জ্যাবারওয়াকি'র প্রাণীগুলো, বাংলায় সুকুমারও তেমনি একের পর এক সৃষ্টি করেছেন কুমড়োপটাশ, কিম্ভূত, হুঁকোমুখো হ্যাংলা, ট্যাঁশ গরু ইত্যাদি উদ্ভট চরিত্র। অর্থাৎ সুকুমার ইংরেজি লিমেরিকের 'ফর্ম' নয়, 'কনটেন্ট'কে অনুসরণ করেছেন অননুকরণীয় ভাবে-ভাষায়-স্বাদে।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদা 'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই' ব'লে আক্ষেপ করেছিলেন তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধে। আসলে তিনি 'প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস' তথা 'লৌকিক ইতিহাস'[২] রচনার ওপর জোর দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য সংরক্ষণে নিজেই উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন। 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র চতুর্থ সংখ্যায় (মাঘ, ১৩০১) 'ছেলেভুলানো ছড়া' সংকলনের সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় কবিগুরু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 106 - 118
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "...এই ছড়াগুলি স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা যে কর্তব্য, সে-বিষয়ে বোধ করি কাহারও মতান্তর হইতে পারে না। কারণ, ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। ...অথচ, আজকাল এই ছড়াগুলি লোকে ক্রমশই বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। সামাজিক পরিবর্তনের স্রোতে ছোটোবড়ো অনেক জিনিস অলক্ষিতভাবে ভাসিয়া যাইতেছে। অতএব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।"[৩]

তাঁর এই মহতী আহ্বান ও সেইসঙ্গে নিজে সংগ্রহ করে ছড়া প্রকাশের দৃষ্টান্ত অনুপ্রাণিত করে সমসময়ের অনেক মাতৃভাষাসেবীদের। আমাদের লোকসংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ এই ছড়া সর্বস্তরের বাঙালি-জীবনের সঙ্গে সেই আদিকাল থেকে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে, - ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বাচ্চা-বুড়ো, ছেলে-মেয়ে, বালিকা-কুমারী-যুবতী-প্রৌঢ়া, সধবা-বিধবা নির্বিশেষে। বিশিষ্ট লোকসাহিত্য-গবেষক ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক একারণেই মন্তব্য করেছিলেন -

> "ছড়া বাঙালির জাতীয় একটি সাহিত্যিক ঢং...সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, প্রাত্যহিক – সর্ববিষয়কেই ব্যক্ত করতে ছড়াকে আশ্রয় করা হয়েছে...।"[৪]

ছড়া-সাহিত্যের এই সুদীর্ঘ ঐতিহ্যকে বাংলা ভাষার বেশ কিছু নিষ্ঠাবান সেবক এই আধুনিক সময়েও বহন করে চলেছেন লিমেরিকের আধারে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন – কবি সুকুমার রায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ। পাশাপাশি আছেন সত্যজিৎ রায়ের মতো বহুমুখী প্রতিভা। আছেন বর্তমান সময়ের স্বনামধন্য ছড়াকারেরা, যেমন - অপূর্ব দত্ত, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, অমল পাল প্রমুখ। আমরা আগেই বলেছি কবি সুকুমার রায় সরাসরি লিমেরিকের নির্ধারিত আঙ্গিককে অনুসরণ করেননি। লিমেরিকের উদ্ভট রস তথা খেয়াল রসকে তিনি বাংলা কবিতায় পুনর্নির্মাণ করেছেন স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে। সুকুমার রায়ের পর কবি অন্নদাশঙ্কর রায়ই প্রথম লিমেরিকের গঠন-বৈশিষ্ট্যকে সরাসরি বাংলা কবিতায় আমদানি করেছেন। এছাড়া আরো বহু কবিদের বহু রচনাই লিমেরিকের বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র-ধর্ম বহন করে। এইভাবে লিমেরিক বাঙালি-সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছড়া'কে নতুন রূপে, নতুন ভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

বাংলাদেশের সমাজে-পরিবারে যে ছড়া সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে তার দুটো অভিমুখ আমরা লক্ষ করি। যথা – উদ্ভট (অ্যাবসার্ড) ও অর্থহীন (ননসেন্স) ছড়া এবং শিশুতোষ পদ্য (যেখানে অঙ্কিত হয় শিশুদের খেলার বা ঘুম পাড়ানোর উপযোগী এক মনোরম জগৎ)। বিষয়টি লোকছড়ার প্রথম সৃষ্টিশীল আলোচক রবীন্দ্রনাথের চোখেও ধরা পড়েছিল। ছড়া সম্পর্কে একবার তিনি বলেছেন – "অসংগত, অর্থহীন, যদৃচ্ছাকৃত শ্লোক...।"[৫] আবার অন্যত্র বাংলাদেশের সমাজ-পরিবার-ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে গ্রাম-বাংলার ছড়াগুলোর এক আত্মিক যোগ অনুভব করে তিনি লেখেন –

> "ছড়াগুলিকে টুকরো জগৎ বলিয়া আমার মনে হয় ...প্রায় প্রত্যেক ছড়ার প্রত্যেক তুচ্ছ কথায় একটি বাংলাদেশের মূর্তি, একটি গ্রামের সংগীত, একটি গৃহের আস্বাদ পাওয়া যায়।"[৬]

লোকছড়ার এই দ্বিমুখী ঐতিহ্যকে লিমেরিক রচনার ক্ষেত্রেও একালের কবিরা যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন। এখানে প্রথমে আমরা এমন কিছু নমুনা পেশ করবো যেখানে শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য এক অদ্ভুত ও মজাদার জগৎ উপহার দেওয়া হয়েছে। যেমন -

ক. "এক যে ছিল অসুর/ রাবণ তার শ্বশুর।
দুবেলা তার বাবার/সামান্য জলখাবার/ তিরিশ হাজার পশু।।"[৭]
(লিমেরিক/ রাঙা ধানের খৈ)

খ. "এক যে ছিল মানুষ/ নিত্য ওড়ায় ফানুষ।
অবশেষে এক দিন/ব্যাপার হলো সঙ্গীন-/ ফানুষ ওড়ায় মানুষ।।"[৮]
(লিমেরিক/ রাঙা ধানের খৈ)

কচিকাঁচারা তাদের বাবা-মা, দাদু-দিদার কাছ থেকে রামায়ণের কাহিনিতে রাবণের নানা কীর্তিকলাপের কথা শুনে থাকবে, কিন্তু রাবণের শ্বশুরকে তারা চেনে না। মহাপরাক্রমী রাবণের রাক্ষস-শ্বশুরের জলখাবার হিসাবে তিরিশ হাজার পশু খাবার

খবরে তারা যুগপৎ বিস্মিত ও চমৎকৃত হবে। দ্বিতীয় লিমেরিকটিতে কবি অন্নদাশঙ্কর রায় ফানুসের দ্বারা মানুষ ওড়ানোর উলটপুরাণ শুনিয়েছেন। অন্নদাশঙ্করের পাশাপাশি আমরা স্মরণ করতে পারি সত্যজিৎ রায়ের 'তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম' গ্রন্থের রচনাগুলোকে। সুকুমার রায়ের মতো তাঁর সুপুত্র সত্যজিৎ রায়ও এডওয়ার্ড লিয়র ও লুইস ক্যারলের বেয়াড়া ও সৃষ্টিছাড়া আজগুবি জগতের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রমাণ তাঁর পূর্বোক্ত সচিত্র গ্রন্থটি, যেখানে তিনি উক্ত দুজনের অনুসরণে মজার মজার ছড়া উপহার দিয়েছেন। বিশেষ করে লিয়রের 'ননসেন্স রাইমে'র ছবিগুলোকে অনুসরণ করে তিনি যে ২৮টি লিমেরিক রচনা করেছেন, তা যে কেবল নতুন ও রসোত্তীর্ণ হয়েছে তা নয়, বাংলা সাহিত্যে তা এক নতুন ধরনের পদ্য রচনার প্রেরণাস্থল হয়ে উঠেছে, কিংবা বলা যায়, লিমেরিক রচনার আদর্শ দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। আজগুবি দুনিয়া, আনকোরা শব্দ, বিচিত্র চরিত্রের উদ্ভট সব কীর্তিকলাপে হাসির ফোয়ারা ছুটে যায় বড়ো থেকে ছোট সবার মুখে। সহজাত স্বতঃস্ফূর্ততায় সত্যজিৎ ইংরেজি লিমেরিককে নিয়ে এসেছেন বাংলা সাহিত্যের অন্দরমহলে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত -

গ. "খুদে বাবু ফুল গাছে ব'সে যেন পক্ষী/ মৌমাছি এসে বলে 'এ তো মহা ঝক্কি!
মধু খাব, সরে যাও!'/ বাবু বলে 'চোপ রাও!
তুমি আছ বলে গাছে বসবে না লোক কি?'"[৯]
(লিমেরিক ১৪/তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম)

ঘ. "ওই দিকে দেখ দেখি তাকিয়ে-/ বিদঘুটে রাক্ষস নাকি এ?
আরে না না এযে হরু/ হয়েছে সে এত সরু
মামা তার রাখে তারে পাকিয়ে।"[১০]
(লিমেরিক ১১/ তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম)

উদ্ধৃত প্রথম দৃষ্টান্তে ফুল গাছের অধিকার নিয়ে পাখিতে-মানুষে দ্বন্দ্ব আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অতিকায় ক্ষীণকায় হরু নামক যুবককে নলের মতো গুটিয়ে রাখার ঘটনা শিশুদের নিয়ে যায় এক কিম্ভূত দেশে, যেখানে সবকিছুই উদ্ভট ও কৌতুককর। ননসেন্সের এই সব-সম্ভবের দেশে ধ্বনির তোড়ে ভেসে যায় শব্দ, অর্থরা হয় বেসামাল, আর শিশুরা মেতে ওঠে এক বিশৃঙ্খলার খেয়ালি খেলায়। নিচে আরও দু'জন বিখ্যাত ছড়াকারকে উদ্ধৃত করলাম -

ঙ. "'চলার সময় সামলে চোলো দুটোই আছে চোখ তো!'
এই বলে মা খুড়ি পিসি সবাই তাকে বকত।
নিজেকে তাই সামলাতে সে/ কানের মধ্যে তুলো ঠেসে
ঠ্যাংদুটোকে শেকল দিয়ে বাঁধল পাকাপোক্ত।"[১১]
(লিমেরিক ৬/ সবকিছুতেই খেলনা হয়/ শঙ্খ ঘোষ)

চ. "সারাগিতো ধামাচাপা সারেগামা ধাপানি
লাগাসাই তাকাহামি কাতুকুতু লাফানি।
ছোটোকাকা মিলিটুরি,/ ফালাকাটা শিলিগুড়ি
ঘুরে এসে বলেছিল গানখানা জাপানি।"[১২]
(ছড়া ২১/ বাক্সভরা একশো ছড়া/ অপূর্ব দত্ত)

এখানে আমরা দেখলাম লোকছড়ার পরম্পরাকে আধুনিক সময়ের ছড়াকারেরা যথাযথভাবে অনুসরণ করে একালের শৈশব-কৈশোরকে মজাদার নানা 'ননসেন্স রাইম' উপহার দিয়েছেন। এগুলোর পাশাপাশি এমন ধরনের লিমেরিকও প্রচুর লেখা হয়েছে বা হচ্ছে যেগুলো পূর্বের দৃষ্টান্তগুলোর মতো এলোমেলো, অসংলগ্ন, অর্থহীন নয়; যাদের গঠনে মেঘ, স্বপ্ন কিংবা পাখির ঝাঁকের মতো মুহুর্মুহু পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। অর্থহীন, কৌতুকরসে ভরপুর লিমেরিকের পাশাপাশি শৈশবস্মৃতি-মেদুর ছড়া-লিমেরিকও লেখা হয়েছে কবিদের দ্বারা। নির্ধারিত ও দৃঢ় এক বাঁধুনি দিয়ে গড়ে উঠেছে তাদের কায়া। কোনো কোনো লিমেরিকে পাওয়া যায় 'একটি রেখা একটি কথার ছবি। দেশালাই যেমন এক আঁচড়ে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 106 - 118
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বালকের চিত্তে তেমনি একটি কথার টানে একটি সমগ্র চিত্র পলকের মধ্যে'[১৩] উপস্থাপিত হয়। দোর্দণ্ডপ্রতাপ আইসিএস অন্নদাশঙ্করের হাত থেকে বেরিয়েছে এমন সুন্দর এক শৈশব চিত্র -

ক. "এক যে আছে পেয়ারা গাছ/ পাড়ার শিশু তারই কাছ।
পাড়া যখন শুতে যায়/বাদুড় এসে পেয়ারা খায়।/ গাছ রে তুই ফুরিয়ে বাঁচ।"[১৪]
(লিমেরিক/ ডালিম গাছে মৌ)

পেয়ারা খেতে বালক-বালিকা যেমন ভালোবাসে, বাদুড়ও তেমনই। বালক-বাদুড়ের দৌরাত্মে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে স্বয়ং গাছ। শিশুদের জন্য এই ঘটনা যেমনই সত্য, তেমনই আনন্দদায়ক। আরও মনে পড়ে কবি অপূর্ব দত্তের একটি বহুপঠিত লিমেরিক-

খ. "দশ টাকাতে ঘোড়ার গাড়ি ঠিক করিয়া/ চাঁদনি রাতে দেখতে গেলুম ভিক্টোরিয়া।
গ্যে' দেখি তার শরীর বেয়ে/ ফুটফুটে এক পরীর মেয়ে –
আমায় দেখে হেসে ফেলল ফিক্ করিয়া।"[১৫]
(ছড়া ৫/ কলকাতা তোর জন্মদিনে)

খোকাখুকুদের জন্য চাঁদনি রাতে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে ভিক্টোরিয়া ঘুরতে যাওয়া আর চাঁদ হাতে পাওয়ায় কোনো তফাত নেই। সুতরাং আমরা দেখলাম আবোল-তাবোল ছড়া রচনার পাশাপাশি শৈশবের মনোরম ছবি রচনার ক্ষেত্রেও লিমেরিক কবিদের অবলম্বন হয়ে উঠেছে। এছাড়া লিমেরিক কখনো কখনো ইঙ্গিতপূর্ণ, গভীর ভাবের রচনাকেও তার অঙ্গে ধারণ করেছে। উদাহরণ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর এই রচনাটি -

গ. "খাঁচা খুলে উড়িয়ে সে দেবে তার ময়না কি?
দিলে দিক, তাতে কারও ক্ষতি কিছু হয় নাকি?
সব পাখি দূরে যাক,/ খাঁচা ছেড়ে উড়ে যাক,
বুকের খাঁচায় যেন একটিই রয় পাখি।"[১৬]
(পাঁচ পঙ্ক্তির পাঁচটি/ হাসলে, ভালবাসলে)

এখানে বনের পাখিদের মুক্তির পাশাপাশি মানুষের প্রাণপাখির বন্দীত্ব তথা স্থায়িত্ব কামনা করেছেন কবি। সুতরাং আমরা দেখলাম অর্থহীন ছড়া হোক বা অর্থময়, উভয়ক্ষেত্রেই লিমেরিক একালের কবিদের অবলম্বন ও আস্থা যুগিয়েছে অত্যন্ত সফলভাবে।

এখন আমরা দেশের রাজনৈতিক চালচিত্র, রাজনীতি সম্পর্কে কবি তথা সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি রূপায়ণের ক্ষেত্রে লিমেরিকের ব্যবহার পর্যালোচনা করবো। জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবার সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিন ধরনের কর্তৃত্বের[১৭] কথা বলেছেন – সাবেকি কর্তৃত্ব (Traditional Authority) – বংশানুক্রমিক ভাবে শাসন করছেন এমন, গণমোহিনী কর্তৃত্ব (Charismatic Authority) অর্থাৎ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিশেষ গুণাবলির ভিত্তিতে জনমানসে যে বৈধতার সৃষ্টি হয়, তাকেই বলে গণমোহিনী কর্তৃত্ব এবং আইনগত-যুক্তিসঙ্গত কর্তৃত্ব (Legal-Rational Authority)। লিমেরিকের বেশ কিছু উদ্ধৃতি সহযোগে আমরা দেখাবো এখনকার নেতা-মন্ত্রীরা হয় বংশানুক্রমে নেতা হয়েছেন কোনো যোগ্যতা ছাড়াই অথবা 'ক্যারিশমা' কথাটির বিকৃত অর্থকে গ্রহণ করে নেতা হবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। কেউ কাজ না করে কেবল বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন, কেউ দেদার টাকা ছড়াচ্ছেন, কেউ ধোপদুরস্ত পোশাক-আশাকের গ্ল্যামারে জনগণের চোখ ঝলসে দিচ্ছেন। কবি শঙ্খ ঘোষের কলমে আমরা এমনই এক লিমেরিক আস্বাদ করি -

ক. "মঞ্চে উঠে হাত পা ছুঁড়ে বাজবিদ্যুৎ চমকাও
হুঁশ থাকে না ঘণ্টা-মিনিট কিংবা শ্রোতার সংখ্যাও
চোখের জলে ভিজল গরদ!/ পরের দুঃখে এমন দরদ
যৎসামান্য কমতে পারে একটু যদি কম খাও।"[১৮]
(লিমেরিক ৫/ সবকিছুতেই খেলনা হয়)

সত্যি কথা বলতে কি এরকম বকমবাজ, ধান্দাবাজ নেতারাই এখন সংখ্যাগুরু। 'অর্থশাস্ত্র'কার কৌটিল্য তাঁর গ্রন্থে একজন আদর্শ নেতার চরিত্র কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছিলেন[১৯] -

১. রাজ্যের সকল সম্পত্তি তাঁর অধীনে থাকবে কিন্তু তিনি কখনো ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রস্বার্থের জন্য তা ব্যবহার করবেন না।

২. শাসকের কর্তব্য পালনে কখনোই যেন ক্ষমতার ঔদ্ধত্য দেখা না যায়।

৩. কথায় ও কাজে একইরকম ব্যবহার করা, সত্যবাদী হওয়া এবং তাঁর পারিষদবর্গ হবেন গুণবান।

কিন্তু এখনকার নেতারা ধার ধারেনা এমন কাগুজে নীতি-আদর্শের। বরং ভোটের আগের বিনয়ে গদগদ ভাবমূর্তি জেতার পরেপরেই বদলে যায় ১৮০ ডিগ্রি। তখন তাঁদের হাবভাব, আচার-আচরণ একজন ভিআইপির মতো, লিখেছেন কবি অমল পাল-

খ. "পথ ছেড়ে দাও পথ ছেড়ে দাও যাচ্ছে দাদার গাড়ি
দাদা নাকি ভোটের আগে আসত তোমার বাড়ি?
আসত তাতে হলটা কী/এই দাদা নয় সেই দাদাটি
দাদা এখন দেশনাট্যের মস্ত অধিকারী।"[২০]
(লিমেরিক ১৬/পঞ্চিকা ছড়া)

কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' 'আত্মসম্পদগুণ'[২১] নামে নেতার আরেক গুণের কথা বলা হয়েছে, যার মূল কথা হল - আগামী বিষয়ে (ভবিষ্যৎ ব্যাপারে) মনন, শত্রুর সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের দক্ষতা ইত্যাদি। একালের নেতাদের মধ্যেও কবিরা অনুরূপ গুণাবলির সমাহার লক্ষ করেছেন। উদাহরণ নিচের লিমেরিকটি -

গ. "দেখে এলাম আজব দৃশ্য, সাপে-নেউলে সম্প্রীতি
একই মঞ্চে গাইছে তারা দরদভরা লোকগীতি।
শুধোই তাদের কানে-কানে/এই ঘটনার আসল মানে
বললে তারা, 'বুঝলে ভায়া, একেই বলে রাজনীতি'।"[২২]
(লিমেরিক ৪২/ পঞ্চিকা ছড়া)

ব্যঙ্গের সুরে লেখা এই লিমেরিকে আমরা বুঝতে পারি যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান ও আশংকাগ্রস্ত হয়েই একালের নেতারা ভোটরঙ্গের ঠিক আগেই নির্লজ্জভাবে নেমে পড়ে দলবদলের খেলায় কিংবা ঘোড়া কেনাবেচায়। উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখালাম যে রাজনৈতিক ভাবনা কিংবা বার্তা প্রকাশের ক্ষেত্রেও লিমেরিক নির্ভরযোগ্য অস্ত্র হয়ে উঠেছে কবিদের হাতে।

বর্তমান সময়ের নানা অনাচার, অবিচার, ব্যভিচারকে লিমেরিকের পাঁচ চরণের শরীরে নিপুণভাবে ধরে দিয়েছেন অপূর্ব দত্তের মতো স্বভাব-ছড়াকারেরা। যেমন -

"শ্যামবাজারের শ্যামলবাবু জমি কিনলেন গড়চায়
ইচ্ছে ছিল, বাড়ি করবেন সাধ্যমত খরচায়।
কিন্তু এমন কপাল ভায়া,/ছাড়তে হল জমির মায়া
অন্য লোকে দখল করে লক্ষ টাকা দর চায়।"[২৩]
(ছড়া ৬/ কলকাতা তোর জন্মদিনে)

একালের জমি-মাফিয়াদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে আমরা কেউই অজ্ঞ নই। এখানে সেই জবরদখলকারীদের দাদাগিরির একটা নমুনা অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য ভাবে তুলে ধরেছেন কবি। জমি-ডাকাতির পাশাপাশি পণের মতো অভিশপ্ত ও চিরকালীন সমস্যাও অত্যন্ত সার্থক ও মর্মস্পর্শী ভাবে-ভাষায় ধরা পড়েছে এই রচনাটিতে -

"সব বাবারাই মেয়ের জন্য মনের মত বর চায়
কিন্তু মাথায় আকাশ ভাঙে পণের মোটা খরচায়।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 106 - 118
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গৃহবধূর আত্মহনন/করবে কে তার সংখ্যা গণন!
যুবসমাজ উঠুক মেতে পণবিরোধী চর্চায়।”[২৪]
(ছড়া ৩১/ ছড়ায় ছড়ায় ছড়াক্কার)

কেবল সমস্যার কথা বলেই নিজের দায়িত্ব পূরণ করেননি কবি, সমগ্র যুবসমাজকে ডাক দিয়েছেন এই গভীর সামাজিক ব্যাধির মোকাবিলায় এগিয়ে আসতে। পণবিরোধী প্রচার হিসাবে ছড়ার ব্যবহার এর আগেও আমরা শুনেছি কিছু লোকছড়ায়, যেমন -

“এত টাকা নিলে বাবা দূরে দিলে বিয়ে,
এখন কেন কানছ বাবা গামছা মুড়ি দিয়ে!”
কিংবা এই ছড়াটি –
“টঙ্কা ভেঙে শঙ্খা দিলুম, কানে মদনকড়ি,
বিয়ের বেলা দেখতে এলুম, বুড়ো চাপদাড়ি।”

দেখাই যাচ্ছে, একালের লিমেরিক বাঙালির চিরকালীন ছড়াকে অত্যন্ত সার্থকভাবে সময়ের সাথে সাথে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পণের পাশাপাশি খেলাধুলায় বেটিং নিয়েও সোচ্চার হয়েছেন কেউ কেউ। উদাহরণ এই লিমেরিকটি -

“বেটিংবাজির এই বিচ্ছিরি অসুখে
ঘাবড়ে না গিয়ে ডাক্ কার্তিক বসুকে।
তিনি এসে ঠিকমতো/ওষুধে সারিয়ে ক্ষত
ঘোড়া বানাবেন যত কান-ঝোলা পশুকে।”[২৫]
(কার্তিক-গনেশ/ নদীনালা গাছপালা)

আমরা দেখলাম, পণ হোক বা বেটিং, সবক্ষেত্রেই কবিগণ এইসকল অনাচার নির্মূলকল্পে উপযুক্ত দাওয়াই-এর নিদান দিয়েছেন। বর্তমান সময়ের এক দুরারোগ্য সামাজিক তথা মানবিক ব্যাধি হলো পরীক্ষায় অসৎ উপায় অবলম্বনের প্রবণতা। নিম্নের ছড়াটিতে সেই প্রবণতার এক ভয়ানক ছবি ফুটে উঠেছে -

“জুলজুল চোখে এদিকে-ওদিকে কেন দিচ্ছেন উঁকি?
আমরা তো স্যার একটু-আধটু করবই টোকাটুকি।
যদি না শোনেন কথা আমাদের/এখুনি পাবেন ‘হাড়ে হাড়ে’ টের
খামোকা কেন যে নিচ্ছেন স্যার বড় রকমের ঝুঁকি।”[২৬]
(লিমেরিক ৩০/ পঞ্জিকা ছড়া)

একদা যা ছিল বিরল ও গোপন, এখন তা ক্রমশ সর্বজনীন ও ব্যাপক হওয়ার পথে উদ্বেগজনকভাবে এগিয়ে গেছে। যাঁরা শিক্ষকতার পেশায় আছেন তাঁরা হাড়েহাড়ে টের পান এই প্রবণতার নগ্ন রূপটি। অচিরেই এই ক্ষয়রোগটিকে সমূলে উৎপাটন করতে না পারলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। লিমেরিকটিতে কবির গভীর উদ্বেগ ধরা পড়েছে।

কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর ‘কবিতার কথা’তে মন্তব্য করেছিলেন – ‘সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি’। কিন্তু এখন যে হারে কবি জন্ম নিচ্ছেন ও কবিতা লেখা হচ্ছে, তাতে মনে হতেই পারে যে সকলেই বোধ হয় কবি, কেউ কেউ কবি নয়। কবিতা তো লেখা হচ্ছে, তবে তার গুণাগুণ নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যায়। পদ্যের মান নিয়ে সংশয়ের আভাস প্রকাশ পেয়েছে এই লিমেরিকটিতে -

“ঘ্যানঘেনিয়ে প্যানপেনিয়ে পদ্য বলে কীসব লিখছ ছাই
বাংলা এমএ পাশ করলেও দেখছি আমার বোঝার সাধ্য নাই।
‘বুঝবি কী তুই আকাট হাঁদা/কাব্যলোকের জটিল ধাঁধা

বোঝার জন্য নয় রে এসব, টং টং টং বাজার জন্য ভাই'।"[২৭]

(ছড়া ৫৭/ পঞ্চিকা ছড়া)

জিজ্ঞাসা ওঠে একালের কিছু কলমচির সততা নিয়েও। কবিযশোপ্রার্থী কেউ কেউ যে নানা অসৎ পন্থা অবলম্বন করে বিখ্যাত হয়ে উঠতে চায়, সেকথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উচ্চারণ করেছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মতো বিখ্যাত সম্পাদক ও কবি -

"লেখক হিসেবে খ্যাত ধার্মিক বক।
তবে নিন্দুকে বলে, সে কুম্ভিলক।
অন্যের বই থেকে/ টুকে গ্রন্থাদি লেখে,
এ-দিকে কপালে আঁকে ফোঁটা ও তিলক।"[২৮]

(পাঁচ পঙ্‌ক্তির পাঁচটি/ হাসলে, ভালবাসলে)

কবি-লেখক হিসাবে খ্যাত হবার এই কাঙালপনা কাউকে দিয়ে চুরি করায়, আবার কাউকে চুড়ি পরায়। স্বাভিমান ত্যাগ করে তাঁরা হয়ে ওঠেন মোসাহেব। নিচের ব্যঙ্গাত্মক রচনাটিতে কবি লিখেছেন -

"রাজা যদি হেসে কথা বলে দুটো দেয় রাজকীয় খোরপোষ
নিন্দুকদল যা বলে বলুক রাজকবি হতে নেই দোষ।
সংকোচহীন মহা-আনন্দে/ রাজপদে তেল মাখাব ছন্দে
রাজ-আজ্ঞায় না-হয় করব সকাল-সন্ধ্যা ওঠবোস।"[২৯]

(ছড়া ৫৬/ পঞ্চিকা ছড়া)

ছোট কবিদের পাশাপাশি বহু স্বনামধন্য কবিকেও বর্তমানে এই তেল মাখাবার কাজে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে দেখা গেছে। অবশ্য 'রাজকবি' হলে ফায়দা দুদিকেই। অর্থ ও প্রতিপত্তি - দুইই তখন হাতের মুঠোয়। এমন সহজ-সিদ্ধি কি হেলাফেলার বস্তু!

সুতরাং আমরা দেখলাম লিমেরিককে অবলম্বন করে বেশ কিছু কবি বর্তমান সময় ও সমাজের মূল্যবোধহীনতা ও অবক্ষয়ের বহুমুখী চিত্রকে আমাদের সামনে তুলে ধরে মানুষকে সজাগ ও সচেতন করতে চেয়েছেন। লিমেরিক এক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে কবির হাতের আয়ুধ-স্বরূপ।

চরিত্র-বিশেষের রূপাঙ্কনেও লিমেরিক নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করেছে। এখানে আমরা দুটো উদাহরণ দিলাম। যেমন-

ক. "বন্ধক-কারবারি অনঙ্গ সেন/ শুধু লোক ঠকাবার অঙ্ক কষেন।
কেউ কিছু বোঝে পাছে/সকলকে ডেকে কাছে/ বলেন মিষ্টি হেসে, 'আসেন, বসেন।'"[৩০]

(পাঁচ পঙ্‌ক্তির পাঁচটি/ হাসলে, ভালবাসলে)

খ. "'ভিক্ষে করতে এসেও যদি গায় ছোঁয়াবি হাত/
একটা চড়ে পুঁচকে ছোঁড়া করব কুপোকাৎ'-বলতে বলতে পটের বিবি/
গুছিয়ে নিয়ে চুলের ঢিবি
বাসের ভেলায় উঠতে গিয়ে লোকের ঠেলায় কাৎ।"[৩১]

(লিমেরিক ৭/ সবকিছুতেই খেলনা হয়)

পাঁচ চরণের সংক্ষিপ্ত পরিসরে এক বন্ধক-কারবারি ও এক উন্নাসিক পটের বিবির মিষ্টি-দুষ্টু আচরণ চমৎকার ভাবে রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। নিতান্ত স্বল্প আয়োজনে একটা চরিত্রের বাহ্যরূপ, আচার-আচরণ, মন-মানসিকতা, বাক্‌রীতি ইত্যাদি বিষয় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে লিমেরিক দুটোতে। শঙ্খ ঘোষের আর এক লিমেরিকে আমরা একালের ছদ্ম মানব-দরদী, মেকি সমাজসেবকদের স্বরূপ উন্মোচিত হতে দেখি -

"বাড়ি ফিরে এলেন বাবু বিশ্বপ্রেমের প্ল্যান দিয়ে।

রকম দেখে ভয় হয় যে প্রাণটা বুঝি দেন দিয়ে।
বাইরে এমন লোক্‌মান্যি –/ ঘরে ফিরে জল পাননি
রাগ করে তাই ভাতের থালা ছুঁড়ে দিলেন ঠ্যাং দিয়ে।”[৩২]
(লিমেরিক ১০/ সব কিছুতেই খেলনা হয়)

আমাদের আশেপাশে এমন ভণ্ড মানুষের সংখ্যা যে ক্রমশ বেড়ে চলেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বেশ কিছু লিমেরিক আমাদের লোকায়ত ছড়াকে ভিত্তি করে বর্তমান সময়ের নানা জ্বলন্ত সমস্যাকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তার অঙ্গীভূত করেছে। এসব ক্ষেত্রে লিমেরিক যেন অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া হল -

ক. “এ তো বড় রঙ্গ মামা এ তো বড় রঙ্গ/ সকালবেলায় চমকে উঠি নিদ্রা হলে ভঙ্গ।
টুকটুকে লাল গায়ের জামা/ সবুজ হয়ে গেল মামা/ কে আমাকে সঙ্গে নেবে কাহার পাব সঙ্গ!”[৩৩]
(লিমেরিক ৭/ পঞ্চিকা ছড়া)

খ. “ভূতগুলো সব পুত রে আমার পেত্নীগুলো ঝি/ গুন্ডা-পুলিশ হাতেই আছে করবি তোরা কী?
তোদের কেয়ার করি থোড়া/ ফুল ফোটাব জোড়া জোড়া
দেখবি যত জ্বলবি তত – পান্তাভাতে ঘি!”[৩৪]
(লিমেরিক ৯/ পঞ্চিকা ছড়া)

গ. “পুরোনো গল্প, মানুষ দিয়েছে মানুষ দিচ্ছে মানুষের মাথা গুঁড়িয়ে
শুনতে শুনতে দাদুরা বুড়োলো, বাবারা বুড়োলো, আমরাও যাই বুড়িয়ে।
বলা কি যায় না ছেলেরা ঘুমোক
এপাড়া-ওপাড়া-বেপাড়া জুড়োক
আদি গল্পের নটে গাছটিকে দেওয়া কি যায় না জন্মের মতো মুড়িয়ে?”[৩৫]
(লিমেরিক ৬১/ পঞ্চিকা ছড়া)

ঘ. “কীসের মাসি কীসের পিসি কীসের বৃন্দাবন/ টাকার কাছে সব ঝুটা হ্যায় টাকাই বড় ধন।
টাকায় কান্না টাকায় হাসি/ টাটকা টাকা না হয় বাসি
টাকায় টাকা টানতে থাকে টাকা আপনজন।”[৩৬]
(লিমেরিক ৩১/ পঞ্চিকা ছড়া)

প্রথম তিনটে দৃষ্টান্ত সমসাময়িক রাজনীতির অবক্ষয়কে বিবস্ত্র করেছে। প্রথম দুটো লিমেরিক অবলম্বন করেছে যথাক্রমে ‘জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ’ এবং ‘ভূত আমার পুত,/ শাঁখিনী আমার ঝি’ ছড়া দুটোকে। একালের নেতাদের অন্তঃসারশূন্যতা, আদর্শহীনতা ও ধান্দাবাজি উক্ত রচনাদুটোতে বাস্তবসম্মতভাবে ধরা পড়েছে। উদ্ধৃত তৃতীয় দৃষ্টান্তে একইসঙ্গে দুটো ছড়াকে ব্যবহার করা হয়েছে, যথা– ‘খোকা ঘুমুল পাড়া জুড়ুল,/ বর্গি এল দেশে’ এবং ‘আমার কথাটি ফুরুল,/ নটে গাছটি মুড়ুল’। এখানে স্বার্থান্ধ মানুষের হিংস্রতাকে উপড়ে ফেলার জন্য শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন কবি। আর চতুর্থ লিমেরিকে পুনর্নির্মিত হয়েছে এই লোকছড়াটি –

“মাসি-পিসি বনগাঁবাসী, বনের মধ্যে ঘর,/ কখনো মাসি বলেন না যে, খই-মোয়াটা ধর!
কীসের মাসি, কীসের পিসি, কীসের বৃন্দাবন,/ এত দিনে জানিলাম, মা বড়ো ধন।”

উক্ত চতুর্থ লিমেরিকে ‘মা’-এর জায়গায় ‘টাকা’কে বসিয়ে বর্তমান সময়ে মানুষের হীনতা ও নীচতাকে অনাবৃত করেছেন কবি। লিমেরিকে কখনো কখনো পুরাণ-কাহিনি কিংবা পৌরাণিক চরিত্র-বিশেষের পুনর্নির্মাণ ঘটানো হয়েছে। যেমন -

“দুর্যোধন আর দুঃশাসনে খেলছিল যে সাট্রা
গলাতে লাল রুমাল বাঁধা, গালেতে গালপাট্রা।
হঠাৎ এল শকুনি/ দিল ভাষণ বকুনি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 106 - 118
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'উচ্ছন্নে গেছিস' বলে লাগাল দুই গাঁট্টা।"[৩৭]

(ছড়া ১৭/ ছড়ায় ছড়ায় ছড়াক্কার)

সাট্টা খেলাকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে এখানে। এইভাবে সমসাময়িক নানা বিষয়কে কবিরা লিমেরিকের সহজ রূপে উপাদেয় ও উপভোগ্য করে তুলেছেন। পাশাপাশি এর দ্বারা নানা জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে মানুষকে উৎসাহ ও সহযোগিতা জুগিয়েছে।

এখন আমরা লিমেরিকের চিত্রধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে কিছু বলবো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে - ছড়ায় অসংলগ্ন ছবি-পরম্পরা যেন পাখির ঝাঁকের মতো উড়ে চলে। ছড়া, তাঁর চোখে, কখনো নিয়ত পরিবর্তনশীল মেঘরূপে, কখনো অধরা এক স্বপ্নরূপে প্রতিভাত হয়েছে। ছড়াগুলিকে 'টুকরো জগৎ' বলে মনে করতেন তিনি। কোনো কোনো ছড়ার ছবি 'একটি রেখা একটি কথার ছবি। দেশালাই যেমন এক আঁচড়ে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, বালকের চিত্তে তেমনি একটি কথার টানে একটি সমগ্র চিত্র পলকের মধ্যে' উপস্থাপিত হয়। আবার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছড়ার মধ্যে ক্যালিডোস্কোপের গুণাগুণ লক্ষ করেছেন। ক্যালিডোস্কোপে যেমন একটি চোঙের মধ্যে কয়েকটি কাঁচখণ্ড নিয়ে যেমন খুশি ঘোরালে একটি নয়ন-মোহন figure পাওয়া যায়, ছড়াতেও তেমনি। তাইতো অসংগত ও অসংলগ্ন পংক্তিগুলিও একটি রস বা সৌন্দর্যের আভাস দেয়। ছড়ার এই বিশেষ গুণটি অধরা থাকেনি লিমেরিকের শরীরেও। সেই কারণেই অপূর্ব দত্ত লিখেছেন -

"অমিতাভ চৌধুরীর 'ইকড়ি-মিকড়ি'
হাতে নিয়ে ভাবি রোজ কী করি কী করি!
কত রঙে চিত্রিত,
এঁকেছে কে, পত্রী তো?
তুলি আর কলমেতে 'হটকেক' বিক্রি।"[৩৮]

(ছড়া ২৭/ বাক্সভরা একশো ছড়া)

আকর্ষক ছবি না থাকলে ছোটদের বই বাজারে বিকবে কেন। প্রথম দিকে যাঁরা সাহিত্যিক ছড়া লিখতেন, তাঁদের বেশিরভাগই নিজের হাতে ছবিও আঁকতেন, - বিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে, বাচ্চাদের মনোরঞ্জনের জন্য। যেমন রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার, সত্যজিৎ রায় প্রমুখ। আবার কেউ কেউ ইলাস্ট্রেশন করিয়েছেন অন্য কোনো চিত্রশিল্পীকে দিয়ে। যেমন - অন্নদাশঙ্কর রায় (প্রণবেশ মাইতিকে দিয়ে), নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (প্রণবেশ মাইতিকে দিয়ে), শঙ্খ ঘোষ (দেবব্রত ঘোষকে দিয়ে) প্রমুখ। লিমেরিকের ছবিগুলো যেহেতু বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে রচিত, তাই ছবিগুলো মূলত এক্সপ্রেসিভ ধরনের হয়। বেশিরভাগ ছবি কালি-কলম দিয়ে আঁকা। কোথাও ডিপ লাইন, কোথাও কেবল লাইন ড্রয়িং, কোথাও আলোছায়া, স্ক্রাচিং সহযোগে ছবির ভাবকে ফোটানো হয়েছে। তবে এখন যাঁরা ছড়া কিংবা লিমেরিক লিখছেন, তাঁদের বেশিরভাগই রচনার পাশাপাশি বিষয়ানুগ ছবি আঁকছেন না বা রাখছেন না। তা সে অপূর্ব দত্ত হোন বা ভবানীপ্রসাদ মজুমদার। বিষয়টা শিশুসাহিত্যের জন্য স্বাস্থ্যকর নয়। হয়তো একারণেই একালের শিশুরা বই পড়ার বদলে মোবাইল বা কম্পিউটারের স্ক্রিনে ভাসা ছবিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে।

ছোট্ট এই ত্রুটি থাকলেও বর্তমান বাংলা সাহিত্যের আকাশে লিমেরিকের আস্বাদ্যমানতা ও গ্রহণযোগ্যতা এতটাই বেড়ে গেছে যে নিজের গ্রন্থের বিজ্ঞাপন হিসাবেও কবি অপূর্ব দত্ত এই লিমেরিকেই ভরসা রেখেছেন -

"ছন্দে গড়া বাক্সভরা একশো ছড়ার ডালি
ছু-মন্তর উড়ুৎ-ফুড়ুৎ, পাঁচ মিনিটেই খালি।
চমক-জাগা ছন্দরাশি/ ব্যাজার মুখে ফুটবে হাসি,
নেবার হলে আজ নিয়ে যান, ফুরিয়ে যাবে কালই।"[৩৯]

(প্রবেশক, বাক্সভরা একশো ছড়া)

সুতরাং আমরা দেখলাম লিমেরিক নামক 'ফর্ম'টি 'ছড়া' নামক শিশুসাহিত্যের প্রাণভোমরাকে অবলম্বন করে ডানা মেলে দিয়েছে কবিতার সম্ভাব্য সকল রাস্তায়। লিমেরিকের বাঁধাধরা রূপেই কবিরা সাহিত্যের রসকে মুক্তি দেওয়ার প্রয়াস করেছেন

এবং সেই প্রয়াস যে সফল হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তাই একালের শিশুরাও যেন উচ্ছ্বসিত সুরে গেয়ে ওঠে -

"হই হই হই, এই তো সে বই, মন ভোলাবার ফন্দি
লিমেরিক নিয়ে কালি-কলমের আজব যুগল-বন্দি।
মিলের গন্ধে আমেজি ছন্দে
মন ভরে যায় পরমানন্দে,
ভেবে দিশেহারা, কোনটাকে ছেড়ে কোন ছড়াটায় মন দি।"[৪০]
(ছড়া ৯৪/ বাক্সভরা একশো ছড়া)

মাঝে মাঝে এমন এক ভাবনা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে যে, উর্দুতে যেমন 'মুশায়রা' হয়, বাংলাতেও তেমন আড়ম্বর ও উদ্দীপনার সঙ্গে কবি-সম্মেলন বা সাহিত্য-বাসর আয়োজিত হচ্ছে। সেখানে কবিগণ সেলিব্রিটির মর্যাদা পাচ্ছেন। উত্তেজিত দর্শকগণের মুহুর্মুহু করতালিতে অনুষ্ঠান-কক্ষ গমগম করছে। আর তার মাঝে কবিগণ একের পর এক আবৃত্তি করে চলেছেন অভাবনীয় ও চমৎকার সব পাঁচ লাইনের লিমেরিক। আমার ধারণা, কবিতাকে আবার সভাধন্য করে তুলবার ক্ষমতা আছে এই বিশিষ্ট কবিতা-রূপের।

Reference:

১. পাল, অমল, পঞ্চিকা ছড়া, পরম্পরা প্রকাশন, ২০এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৭

২. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), কামিনী প্রকাশালয়, ১১৫ অখিল মিস্ত্রী লেন, কলকাতা ৯, প্রথম কামিনী সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ৩৩০

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), বিশ্বভারতী, ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৪৮, পৃ. ৬০৯

৪. ভৌমিক, ড. নির্মলেন্দু, বাঙলা ছড়ার ভূমিকা: সমীক্ষা ও সংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে), সাহিত্যশ্রী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৭৯, বৈশাখ ১৩৮৬, পৃ. ১৮

৫. দাস, অনাথনাথ ও রায়, বিশ্বনাথ (সম্পাদনা ও সংকলন), ছেলেভুলানো ছড়া (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, তৃতীয় মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ. ২০৪

৬. ঐ, পৃ. ২১৫

৭. রায়, অন্নদাশঙ্কর, ছড়াসমগ্র, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা ৯, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণের তৃতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৩, পৃ. ৪১

৮. ঐ, পৃ. ৪১

৯. রায়, সত্যজিৎ, তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম, আনন্দ পাব্. প্রা. লি., ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, অষ্টম মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৭, পৃ. ৩৫

১০. ঐ, পৃ. ৩২

১১. ঘোষ, শঙ্খ, ছড়াসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১০, মাঘ ১৪১৬, পৃ. ৩৩

১২. দত্ত, অপূর্ব, ছড়া সমগ্র: প্রথম খণ্ড, প্রতিভাস, ১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা ২, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি, ২০১২, পৃ. ৬৮

১৩. দাস, অনাথনাথ ও রায়, বিশ্বনাথ (সম্পাদনা ও সংকলন), ছেলেভুলানো ছড়া (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, তৃতীয় মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৯, পৃ. ২১৩

১৪. রায়, অন্নদাশঙ্কর, ছড়াসমগ্র, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা ৯, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণের তৃতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৩, পৃ. ৭৯

১৫. দত্ত, অপূর্ব, ছড়া সমগ্র : প্রথম খণ্ড, প্রতিভাস, ১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা ২, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি, ২০১২, পৃ. ২১

১৬. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, হাসলে, ভালবাসলে, লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট, ২০০৯, পৃ. ৩৯

১৭. মুখোপাধ্যায়, গৌতম, রাজনৈতিক তত্ত্ব পরিচয় : মৌলিক ধারণা, সেতু, ১২/এ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলকাতা ০৬, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৮, পৃ. ৩৪

১৮. ঘোষ, শঙ্খ, ছড়াসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১০, মাঘ ১৪১৬, পৃ. ৩২

১৯. মুখোপাধ্যায়, অশোককুমার (সম্পা), ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা পরিচয়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা ১৩, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ২০১৩, পৃ. ১৮

২০. পাল, অমল, পঞ্জিকা ছড়া, পরম্পরা প্রকাশন, ২০এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ২৪

২১. মুখোপাধ্যায়, অশোককুমার (সম্পা), ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা পরিচয়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা ১৩, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ২০১৩, পৃ. ১৮

২২. পাল, অমল, পঞ্জিকা ছড়া, পরম্পরা প্রকাশন, ২০এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ৪৬

২৩. দত্ত, অপূর্ব, ছড়া সমগ্র: প্রথম খণ্ড, প্রতিভাস, ১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা ২, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ২৬

২৪. ঐ, পৃ. ১১০

২৫. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, ছড়াসমগ্র ২, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ২০, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ২০০৬, অগ্রহায়ণ, ১৪১৩, পৃ. ৩০

২৬. পাল, অমল, পঞ্জিকা ছড়া, পরম্পরা প্রকাশন, ২০এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৩৮

২৭. ঐ, পৃ. ৬০

২৮. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, হাসলে, ভালবাসলে, লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০৯, পৃ. ৩৯

২৯. পাল, অমল, পঞ্জিকা ছড়া, পরম্পরা প্রকাশন, ২০এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৫৯

৩০. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, হাসলে, ভালবাসলে, লালমাটি প্রকাশন, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০৯, পৃ. ৩৯

৩১. ঘোষ, শঙ্খ, ছড়াসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১০, মাঘ ১৪১৬, পৃ. ৩৪

৩২. ঐ, পৃ. ৩৭

৩৩. পাল, অমল, পঞ্জিকা ছড়া, পরম্পরা প্রকাশন, ২০এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১৫
৩৪. ঐ, পৃ. ১৭
৩৫. ঐ, পৃ. ৬৪
৩৬. ঐ, পৃ. ৩৯
৩৭. দত্ত, অপূর্ব, ছড়া সমগ্র : প্রথম খণ্ড, প্রতিভাস, ১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা ২, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ১০৬
৩৮. ঐ, পৃ. ৬৯
৩৯. ঐ, পৃ. ৬১
৪০. ঐ, পৃ. ৯৬